R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল।
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসিক ভুয়ো সার্টিফিকেটের রমরমা বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ৩০০ জনেরও অধিক নকল জুনিয়র বেসিক ট্রেণ্ডদের হদিস পাওয়া গেছে। খবরে প্রকাশ গত ২-৮-৯৪ এই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক মাস ধরে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু হয়, সেই সময় বেকার বেসিক ট্রেণ্ডদের ভুয়ো সার্টিফিকেটের কথা কর্তৃপক্ষের কানে আসে। এই জেলার বেকার বেসিক ট্রেণ্ডদের চাকরীর দাবীতে আন্দোলনরত 'পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার সমিতি' সর্বপ্রথম এই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন এবং সেই সঙ্গে এই জেলার সমস্ত নকল বেসিক ট্রেণ্ডদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তিদানের আবেদন জানান। অনুসন্ধান করে জানা যায় চাকরীর মাগগি গণ্ডার বাজারে অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য বেসিক ট্রেনিং এর ভুয়ো সার্টিফিকেট চড়া দামে কিনে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নিজেদের ট্রেণ্ড হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে হু-হু করে এই জেলায় বেকার বেসিক ট্রেণ্ডদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথচ এই জেলায় মাত্র দুটি বেসিক ট্রেনিং কলেজ আছে যথা— বহরমপুর ও সারগাছি। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নন্‌ট্রেণ্ড শিক্ষকরাই ট্রেনিং নেন। প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে বহিরাগত প্রার্থী (ফ্রেসার) হিসাবে মাত্র ৫০—৫১ জন ট্রেনিং নিতে সুযোগ পান। গত দু'তিনটি শিক্ষাবর্ষে দেখা গেছে প্রতি বর্ষর ১০০ জনেরও বেশী সংখ্যক ট্রেণ্ড জেলার কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নাম নথীভুক্ত করেছেন। এই জেলার প্রার্থীরা অন্য জেলা থেকেও ট্রেনিং নিলে এই হারে ট্রেণ্ডদের সংখ্যা বাড়তে পারে না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাই 'মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ' কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সাক্ষাৎকার পত্রে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র কোন রকম নকল বলে প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বলদ নয় এখন গাই গরুও বাংলাদেশের পথে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা, বীরভূম ও বিহারের হাটগুলি থেকে প্রতিদিন দলে দলে গাই গরু বাংলাদেশে চালান যাচ্ছে। আগে কেবল বলদ পাচার হতো। কিন্তু এখন তার পাশাপাশি চলেছে গাই গরু। সব থেকে দুঃখজনক ঘটনা গর্ভবতী গাই এর বাচ্চাকে ওষুধ দিয়ে নষ্ট করে সেগুলিকে চালান দেওয়া হচ্ছে। বাছুর সমেত গাভী হাটে এলে বাছুরকে সরিয়ে গাভী আলাদা করে কদিন রাখা হচ্ছে। পরে দুধ বন্ধ হলে চালান করা হচ্ছে বাংলাদেশে। গো-পালনকারীদের অশংকা এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে গরুর সংকট দেখা দেবে। নতুন সৃষ্টি বন্ধ হবে। ফলে দুষ্প্রাপ্য হবে দুধ। দুধের অভাবে মানব শিশুর পুষ্টিরও অভাব ঘটবে। সমাজজীবনে দেখা দেবে বিপর্যয়। সরকারী প্রশাসন কিন্তু চুপচাপ। এমন কি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরও প্রাণী সম্পদের এই বিনষ্টি দেখে এগিয়ে আসছেন না। দেশের পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি সার্কাসের বাঘ ভালুক হাতির দুঃখে কাতর, কিন্তু তাঁরাও এ ব্যাপারে মুখ খুলছেন না। কোন আন্দোলনও নেই। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সহজ অর্থলাভের লোভে এই জঘন্য দেশের ক্ষতিকারক কাজ করে চলেছে। তাদের বাধা দেবার কেউ নেই!

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ-পূর্তি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার এক শ' বছর পূর্তির সমাপ্তি উৎসব হয়ে গেল ২৮-২৯ জানুয়ারী স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে। ধর্ম সম্মেলন উপলক্ষে ২৮ জানুয়ারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বক্তৃতা হয়। মালডোবা পি, কে, উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বামী 'বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মসভায় ভাষণের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের কর্মী ও ষ্টেশন সুপারের বিরুদ্ধে অধিবাসীদের অভিযোগ প্রচুর। তাঁরা জানান কর্মীরা ঠিকমত অফিসে আসেন না। সপ্তাহে বড়জোর ২-৩ দিন অফিসে আসেন ষ্টেশন সুপার। অন্যদিকে অনেক গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও লাইন কেটে দেওয়ার নোটিশ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোম্পানীর সিল করা বস্তাতেও সার কম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার চাষীদের অভিযোগ হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপো-রেশনের নিজস্ব সীল করা বস্তাতেও ইউরিয়া ওজনে কম থাকছে। সারের দাম এমনিতেই বেড়েছে, তার উপর বস্তায় ওজন কম থাকায় চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। অন্যদিকে সার বিক্রেতার অভিমত তাঁরা কোম্পানীর সিল বস্তা বিক্রি করছেন। ভিতরে মাল কম পেলে তাঁদের করণীয় কিছু নেই।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০১ সাল

সরিষায় ভূত

গত ২৬শে জানুয়ারী দেশের সর্বত্র ৪৬তম সাধারণতন্ত্র দিবস যখন বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইতেছিল, যখন রাজধানী এক বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে উৎসব মুখর, তখন জম্মু শহরের মৌলানা আজাদ ষ্টেডিয়ামে সাধারণতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠান চলাকালীন পর পর তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া অনুষ্ঠানকে বানচাল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল কে ভি কৃষ্ণরাও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া যখন ভাষণ দিতেছিলেন, তখন প্রথম বোমার বিস্ফোরণ হয়। মঞ্চের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাজ্যপালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন ব্ল্যাক কম্যাণ্ডো দুইজন জওয়ানসহ তৎক্ষণাৎ নিহত হন। পুলিশ কর্মী এবং সরকারী অফিসারসহ মোট নিহতের সংখ্যা আটজন। এই ঘটনা যেমন দুঃখ ও বেদনাজনক, তেমনই লজ্জাজনক। বিস্ফোরণের মূল লক্ষ্য যে রাজ্যপাল ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশাসনিক কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে; সি বি আই তদন্ত শুরু হইয়াছে; জম্মু শহরের মানুষ প্রশাসন ও পুলিশের সম্পর্কে চরম বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজ্যপাল এই ঘটনাকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার মতে ইহা প্রশাসন ও পুলিশের মধ্য হইতে সংগঠিত এক অন্তর্ঘাতমূলক কাজ।

অবশ্য সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জম্মুতে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ হইতে পারে বলিয়া গোয়েন্দামহলের খবর পূর্বে জানান হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নাকি লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সরিষার মধ্যে ভূত রহিয়া গেল। দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটিল। আমাদের দেশে পুলিশ ও প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চস্তরের কর্মীদের মধ্যে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা আর আছে বলিয়া মনে হয় না। মাটির নীচে বোমা থাকিলে তাহা ধরিবার কোন প্রযুক্তিগত কৌশল থাকিলে এক্ষেত্রে তাহা কার্যকর করা হয় নাই। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মে গাফিলতি দেখাইয়াছেন। দূরনিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটান হইল।

২৩শে জানুয়ারীর চমক

বরুণ রায়

৪৭ বছর পর এবার ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিনে ভারত সরকারের নেতাজী প্রেমের আকাঙ্খিত প্রাবল্য দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে এর কতটা আন্তরিক আর কতটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এদেশে থাকার সময় সুভাষচন্দ্র বরাবর দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের চোখের বালি ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টাকে দক্ষিণপন্থীরা বাধা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যা কিছু করা দরকার তা করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর রণনীতিতে হিংসা-অহিংসার তর্ক তোলার কোন অবকাশ ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে যুদ্ধকালীন সঙ্কটের মধ্যে শত্রু ইংরাজের বিরুদ্ধে তিনি গণসংগ্রামের ডাক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব এটা মানতে প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেসের নির্বাচিত 'রাষ্ট্রপতি' সুভাষচন্দ্রকে ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়। এবং শেষে কলকাতা অধিবেশনে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

বিদ্রোহী সুভাষ কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হন নি। প্রথম সুযোগেই দেশ ছেড়ে তিনি বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপ দেন। সে দিন গান্ধীজী ও জহরলালচালিত কংগ্রেস নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করেছিল। জহরলাল তো আরও এক কদম এগিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ভারতসীমান্তে অস্ত্রহাতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নয়, শাসক ইংরাজের সেনাপতি লর্ড মাউন্টব্যাটেনই ছিলেন তাঁর পেয়ারের দোস্ত্‌।

যুদ্ধ শেষে লালকেল্লায় যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপতির বিচার চলছিল তখন সারা দেশ তাঁদের মুক্তির দাবীতে উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্র ধর্মঘট, ডাক ও তার ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ, ভারতীয় পুলিশ ও সৈনিকদের বিদ্রোহ ইংরাজের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেয়। কিন্তু অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতবর্ষ ইংরাজের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সেই পরমলগ্ন নেতৃত্বের অভাবে বিফলে গেল। কংগ্রেস আপোষ-আলোচনার টেবিলে দেশ ও ক্ষমতা ভাগাভাগির রাস্তা বেছে নিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে যদি একক কোন একটি ঘটনা ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে থাকে তাহলে যুদ্ধ পরবর্তী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রামেরই উল্লেখ করতে হয়।

যুদ্ধ শেষে জহরলাল শাহ্‌ নওয়াজ খাঁকে সামনে শিখণ্ডী রেখে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর প্রতি জনসাধারণের দুর্নিবার আকর্ষণকে ভাঙ্গিয়ে প্রথম ভোটযুদ্ধের বৈতরণী পার হলেন। কিন্তু খণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার সময় নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের চরম অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সেনাপতি বা সৈনিককে স্বাধীন ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীতে স্থান দেওয়া হয় নি। নিজেদের কার্যোদ্ধার করার জন্য যেটুকু করার দরকার ছিল সুকৌশলে তাই করা হয়েছে। বঞ্চনা ও অবমাননার সেই দীর্ঘ ইতিহাস এই স্বল্প-পরিসর নিবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের নিজেদের কোন অবদান নাই বা থাকলেও যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাঁরা যখন আজ হঠাৎ ২৩শে জানুয়ারী সুভাষ-প্রেমে উদ্বেল হন তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে। বিমান বন্দরের নামকরণ ও নেতাজী ভবনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক উপস্থিতি অথবা দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সাময়িক স্তুতি চমক সৃষ্টি করতে পারে। তবে বাঙ্গালী ভাবাবেগকে ভোটের বাক্সে কাজে নাগালের এটি সুকৌশলী প্রয়াস বলেই মানুষের ধারণা হবে। সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকলে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন। সাময়িক চমক সৃষ্টির পথ পরিত্যাগ করে আন্তরিকতাপূর্ণ ফলপ্রসূ প্রয়াস নিন।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের এক অংশে রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করিয়া দেশের পরিস্থিতি যে কী এবং যোগ্য পরিচালনার যে কী রূপ, তাহা পৃথিবীর সর্বত্র যেন জানাইয়া দেওয়া হইল। দেশের নানা জায়গায় উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ, প্রতিরক্ষার গোপন তথ্য অন্য রাষ্ট্রে গোপনে পাচার প্রভৃতির মধ্য দিয়া দুর্বল শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। উগ্রপন্থীদের তোয়াজ করিয়া তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ করার মধ্য দিয়া দেশের কোন্ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। দৃঢ় সঙ্কল্প, দৃঢ় চিত্ত এবং শক্ত হাতে কাজ করিবার যে প্রবণতা—তাহার যেন একান্তই অভাব। অতঃপর জম্মু-কাশ্মীরে কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই রাহু মুক্তি কবে এবং কী প্রকারে ঘটিবে?

বালিয়া প্রাঃ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

সাগরদীঘিঃ গত ৫ জানুয়ারী বালিয়া অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ষোড়শ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বালিয়া নেতাজী সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুর রাজ্জাক, প্রধান অতিথি ছিলেন চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশীলকুমার বর্মন। বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুবোধ ভদ্র ও অবসরপ্রাপ্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিয়ার অমরেন্দ্রনাথ সাহা। ৪৩ পয়েন্ট পেয়ে বালিয়া প্রাঃ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন শীল্ড গ্রহণ করেন বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র সাহা। উল্লেখ্য চক্রের চতুর্দশ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও এই বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদীঘিঃ এই ব্লকের বালিয়া গ্রামের নেতাজী সংঘের ২৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস নেতাজীর ৯৯তম জন্মদিবস ২৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন মনিগ্রাম গর্গ মুনির ঢিবি থেকে ৪ কিমি রাস্তা দৌড়ে জঙ্গিপুর ও লালবাগ মহকুমার বিভিন্ন ক্লাবের ২৪ জন যোগ দেন। দুপুরে নেতাজীর জন্মক্ষণে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। বিকেলে এক আলোচনা চক্রে নেতাজীর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করেন বিভিন্ন বক্তা। পরে সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। ২৪ জানুয়ারী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরী ও ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বেআইনী রাইফেল ও গুলি উদ্ধার

ধুলিয়ানঃ গত ২৬ জানুয়ারী গভীর রাতে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ জয়কৃষ্ণপুরে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের বাড়ী হানা দিয়ে একটি রাইফেল ও একটি গুলি উদ্ধার করে। পরে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়।

NTPC NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project
P.O. Nabarun, Dist Murshidabad, West Bengal, Pin-742236

Notice Inviting Tender

Sealed quotation in duplicate seperately in envelopes marked with the tender No. given below from reputed MANUFACTURERS only are invited for regular supply of Non-Ferric Alum.

Sl. No.	Tender No.	Material Description	Approx requirement
01.	FS:42:MD:94-95 OT:Alum	Non Ferric Alum IS-260/ 1969 pure grade. Maximum insoluble 0.3% by weight.	2000 MTs.

1. Bidders should submit offer in two parts namely 'Technical Bid' and 'Commercial Bid' separately in sealed envelope. Both the envelopes for Technical & Commercial Bid should be superscribed with tender No., indicating 'Technical' or 'Commercial' Bid.
2. The technical bid should contain detailed technical specifications of material offered with relevant I. S. installed capacity, latest Test Certificate of materials from a Govt. approved Laboratory. Testing and Inspection facilities alongwith copies of purchase orders executed during the last two years, to major Public Sectors or other Govt. departments.
3. The Commercial Bid should contain price of materials and all other commercial conditions like price basis, taxes & duties, payment terms, delivery period, freight charges, price variation formula, if applicable, validity of offer etc. stating clearly, so that landed cost of material can be arrived at without seeking any other clarifications.
4. EMD of Rs. 50,000/- in form of Demand Draft drawn in favour of National Thermal Power Corporation Ltd., Farakka Super Thermal Power Project, P.O. Nabarun, (PIN-742236), Dist. Murshidabad, W. B. should be submitted allongwith Technical Bid failing which the bids are liable for rejection. EMD details should be superscribed on the sealed envelope containing Technical Bid.
5. Both the 'Technical' and 'Commercial' Bids sealed in separate envelopes should be put in another envelope together with superscription of tender No. and date of B. O. D. should be sent to Dy. General Manager (Contracts & Materials), National Thermal Power Corporation Ltd., Farakka Super Thermal Power Project, P. O. Nabarun (PIN-742236), Dist. Murshidabad, so as to reaeh before 1-30 p.m. on 24-02-95.
6. The Technical Bid will be opened at 3P-M on 24-02-95. The Commercial Bid shall be opened only for qualified Bidders after evaluation of Technical Bid and a separate Bid Opening date shall be communicated subsequently. Bids shall be opened in presence of those tenderers who shall be present at that time.
7. NTPC reserves the right to accept any tender in whole or in part or reject any or all tenders without assigning any reasons.
8. Response received against the above tender shall be considered for registration with NTPC/FSTPP for a period of 3 years.
9. The quantity furnished above is requirement of one year subject to variation and NTPC reserves the right to split or place part orders.
10. NTPC also reserves right to enter into Rate Contract for one more additional year at the same rates, terms and conditions.

Dy. General Manager (C & M)
NTPC/FSTPP

সাট্টা বন্ধের অভিযানে পুলিশ—গ্রেপ্তার ২

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩১ জানুয়ারী স্থানীয় থানার পুলিশ সাট্টা বন্ধের অভিযান চালিয়ে শহরের ফুলতলা ও সদরঘাট এলাকার গোপাল দে ও চঞ্চল দেকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাট্টার রমরমা কারবারের ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনা যায়।

বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে রিলে অনশন

নবারুণ ঃ ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়েকটি ঠিকাদারী সংস্থা নিয়ম-কানুন না মেনে কাজ করে চলার প্রতিবাদে আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত ঠিকাদার শ্রমিক ইউনিয়ন গত ১৯ জানুয়ারী থেকে ১০ জন করে রিলে অনশন শুরু করেন। ইউনিয়নের অভিযোগ কিছু কিছু ঠিকাদারী সংস্থা শ্রমিকদের সেফটি সরঞ্জাম রাখছেন না। তাছাড়া বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ থেকেও শ্রমিকদের বঞ্চিত করে চলেছেন। আইনকে আগ্রাহ্য করে শ্রমিক ছাঁটাই করছেন। ২৫ জানুয়ারী লেবার কমিশন, শ্রমিক ইউনিয়ন ও ঠিকাদারদের এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান সূত্র স্বীকৃত হওয়ায় রিলে অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় বলে জানা যায়।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বার লাইব্রেরীর নির্বাচন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর ল' ইয়ারস বার এসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে এবার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন সভাপতি আবদুল হাকিম সেখ, যুগ্ম সহ-সভাপতি দিলীপ সিনহা ও আফজালুদ্দিন। সম্পাদক দিব্যেন্দু নাথ, যুগ্ম সহ-সম্পাদক খায়রুল হক ও অপূর্ব রায়। কর্ম সমিতির সাধারণ সদস্যরা হলেন অনিরুদ্ধ নাথ, প্রবীর ঘোষ, অক্ষয় ভদ্র, কে, এস, উদ্দিন, নব চৌধুরী, জয়দেব মুখার্জী ও ওয়ালি মণ্ডল।

কংগ্রেস সংগঠনের থানা অবরোধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সম্প্রতি কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে সাংসদ ও যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দুষ্কৃতিদের আক্রমণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর ব্যাপক নির্য্যাতনের প্রতিবাদে কংগ্রেসের সব কটি সংগঠন মিলে সারা রাজ্যে থানা অবরোধ কর্মসূচী নেয়। সেই অনুযায়ী গত ১ ফেব্রুয়ারী এখানেও সংগঠনের কর্মীবৃন্দ বিশাল এক মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে এবং থানা অবরোধ করে। নেতৃত্ব পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হচ্ছে। ফলে রসিদ হারিয়ে ফেলা অশিক্ষিত গ্রাহকদের অনেককেই গুণাগার দিতে হচ্ছে। কর্মীদের দেরীতে অফিস আসার ফলে টাকা জমা নেওয়ার দিন রীতিমত বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রাহকদের অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ভুয়া সার্টিফিকেটের রমরমা বাজার (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর ফলে প্রায় ৩০০ জনেরও অধিক সংখ্যক প্রার্থী সাক্ষাৎকারপত্র পেয়েও সাক্ষাৎকার দিতে আসেননি বলে খবর। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এই জেলায় এখনো ভুয়ো সার্টিফিকেটের রমরমা বাজার চলছে।

চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ-পূর্তি (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রেমবল্লভ সেন। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বিবেকানন্দ আবির্ভাব ও যুব সমাজ' বিষয়ে আলোচনা করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী দেবরাজানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে আমন্ত্রিত অতিথি বিকাশ চক্রবর্তীর কণ্ঠে চিকাগো বক্তৃতার ইংরাজী অংশ আবৃত্তি এবং স্বামী দেবরাজানন্দজীর আলোচনা। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভারতের জাতীয় চেতনার দিশারী 'স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা করেন হুগলীর আঁটপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ মহারাজ এবং অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। রবীন্দ্রভবনেও ২৮-২৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, বৈপ্লবিক চিন্তা, মানবধর্ম বিষয়ে আমন্ত্রিত বক্তারা মননশীল আলোচনা করেন। ডঃ তাপস বসুর বক্তব্য মনকে নাড়া দেয়। প্রভাতফেরী, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভক্তিগীতি, ছায়াচিত্র, পূজা ও হোম, ধর্মসভা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। সমস্ত অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন উৎসব কমিটির সভাপতি বিশ্বপতি চ্যাটার্জী এবং সম্পাদক প্রশান্ত সিংহ।

প্রিন্টিং মেসিন বিক্রয়

বড় মেসিন আনার জন্য ছোট মেসিনটি (রয়াল কোয়ার্টার) বিক্রি করা হবে। প্রয়োজনে আনুসঙ্গিক টাইপও দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন ঃ সেন প্রিন্টিং অফিস, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।